bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper

https://bangla.bdnews24.com/economy/article1539396.bdnews

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক **বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম**

Published: 2018-09-13 17:55:41.0 BdST **Updated:** 2018-09-13 22:51:05.0 BdST

পোশাক শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো নিয়ে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু

দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আট হাজার টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার।

এতে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের মজুরি এখনকার চেয়ে ৫১ শতাংশ বেড়েছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালের ১ ডিসেম্বর ৫ হাজার ৩০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দেওয়ার পর সেই হারে বেতন পাচ্ছিলেন শ্রমিকরা।

এবার শ্রমিক সংগঠনগুলো ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি করেছিলেন। এর বিপরীতে পোশাক শিল্প মালিকরা প্রস্তাব করেন ৬ হাজার ৩৬০ টাকা। গবেষণা সংস্থা সিপিডি ন্যূনতম মজুরি ১০ হাজার টাকা করার পক্ষে মত জানিয়েছিল।

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি পুনর্মূল্যায়নে পাঁচ বছর পর গত জানুয়ারিতে সরকার মজুরি বোর্ড গঠনের পর বোর্ডের সদস্যরা দফায় দফায় বৈঠক করে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে।

সর্বশেষ বৃহস্পতিবার ঢাকার তোপখানা সড়কে মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ে সর্বশেষ বৈঠক হয়। এরপর মজুরি বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন মজুরি কাঠামোর ঘোষণা দেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু।

ঘোষণা অনুযায়ী, পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হবে ৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে বেসিক ৪ হাজার ১০০ টাকা; বাড়ি ভাড়া ২০৫০ টাকা; চিকিৎসা ভাতা ৬০০ টাকা; যাতায়াত ভাতা ৩৫০ টাকা; খাদ্য ভাতা ৯০০ টাকা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আপাতত ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হলে। অন্যান্য শ্রমিকদের বেতন-কাঠামো পরে ঘোষণা করা হবে।"

আগামী ডিসেম্বরে প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকে নতুন বেতন কার্যকর হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পরে মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, বোর্ডের নিরপেক্ষ সদস্য কামাল উদ্দিন, বোর্ডে মালিকদের প্রতিনিধি বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, শ্রমিকদের প্রতিনিধি শ্রমিক লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বেগম শামসুন্নাহার ভূইয়া।

আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টুও সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন।

নতুন মজুরি কাঠামো মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষ মেনে নেবে বলে প্রতিমন্ত্রী চুন্নু আশা প্রকাশ করলেও এই মধ্যে আপত্তি এসেছে বামপন্থি শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে।

বিকাল ৩টায় মজুরি বোর্ড যখন তোপখানার কার্যালয়ে সভা করছিল, তখনই ভবনের নিচে বিক্ষোভ করছিল গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, শ্রমিক সংহতিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

সাড়ে ৪টার দিকে সভা শেষ করে যখন মজুরি বোর্ডের সদস্যরা সচিবালয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বিক্ষুব্ধ কয়েকশ জন স্লোগান দিচ্ছিলেন- '১৬ হাজার টাকার কমে ন্যূনতম মজুরি মানব না'।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থক শ্রমিক নেতারা মজুরি বোর্ডের ঘোষণা মেনে নিলেও অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন এই মজুরি প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো নির্ধারণে দৃশ্যত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো অনুসরণ করেছে সরকার।

সম্প্রতি শ্রম প্রতিমন্ত্রী চুন্নু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি শতভাগ বাড়িয়ে ৮৩০০ টাকা করার প্রস্তাব সংসদে তোলেন। বর্তমানে এই শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৪ হাজার ১৫০ টাকা।

যুগান্তর

https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/90153/%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A7%AE%E0%A7%A6%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE

পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৮০০০ টাকা

*শিগগিরই প্রজ্ঞাপন জারি : শ্রম প্রতিমন্ত্রী * ডিসেম্বর থেকে কার্যকর -বিজিএমইএ সভাপতি*

যুগান্তর রিপোর্ট ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

5Shares

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ৮ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মূল মজুরি ৪ হাজার ১০০ টাকা। বাড়িভাড়া ২০৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৬০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৬৫০ টাকা এবং খাদ্য ভাতা ৯০০ টাকা ধরে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়। মজুরি বোর্ড আগামী ডিসেম্বর থেকে নতুন কাঠামো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। এ লক্ষ্যে শিগগিরই শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে বেতন স্কেল চূড়ান্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু। প্রসঙ্গত, বর্তমানে এ খাতে সর্বনিম্ন মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা। নতুন মজুরি কাঠামোয় ২ হাজার ৭০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার পূর্বঘোষিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ড গঠনের পর মজুরি পর্যালোচনায় এটি ছিল পঞ্চম বৈঠক। এদিন বিকাল সাড়ে ৩টায় বৈঠক শুরু হয়ে চলে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ঘণ্টাব্যাপী দর-কষাকষির এই বৈঠকেই মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সম্মতিতে মজুরি নির্ধারণের এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, অন্যান্যবারের মতো এবার মজুরি নির্ধারণের বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। মূলত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে আমলে নিয়েই শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তে এখনও শ্রমিক পক্ষের অপরাংশ একমত হতে পারেনি। তারা ১৬ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি অক্ষুণ্ন রেখেছে।

মজুরি বোর্ডের এই বৈঠকে পোশাক খাতের মালিকপক্ষের প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান, শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি শামছুন্নাহার ভূঁইয়া, শ্রমিকপক্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি ফজলুল হক, মালিকপক্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি কাজী সাইফুদ্দিন ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধি ঢাবি শিক্ষক অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বৈঠক শেষে বিকাল পৌনে ৫টার দিকে বোর্ড সদস্যরা সিদ্ধান্তের বিষয় জানাতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নুর কাছে যান। পরে শ্রম প্রতিমন্ত্রী

শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, বৈদেশিক মুদ্রার ৮৪ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। মালিক ও শ্রমিকপক্ষের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকবান্ধব প্রধানমন্ত্রী সবদিক বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আমিনুল ইসলাম বলেন, মজুরি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৈঠকে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের দেয়া মজুরি প্রস্তাবের ব্যবধান কমিয়ে আনার কথা বলা হয়। ৫ম বৈঠকে তারা দু'পক্ষই এই সন্তোষজনক অবস্থান ৮০০০ টাকা নির্ধারণে সম্মতি দিয়েছেন। এর আগে গত ১৬ জুলাই বোর্ডের তৃতীয় সভায় মালিকপক্ষ নতুন কাঠামোয় নিম্নতম মজুরি প্রস্তাব করে ৬ হাজার ৩৬০ টাকা। আর শ্রমিকপক্ষের প্রস্তাব ছিল ১২ হাজার ২০ টাকা।

তবে দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র জানায়, ৫ম বৈঠকে মালিকপক্ষ তাদের আগের ৬ হাজার ৩৬০ টাকা থেকে ৬৪০ টাকা বাড়িয়ে ৭০০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়। আর শ্রমিকপক্ষ আগের প্রস্তাব ১২ হাজার ২০ টাকা থেকে ২০ টাকা কমিয়ে ১২ হাজার টাকা নির্ধারণের কথা জানায়। এ পরিস্থিতিতে মজুরি বোর্ডে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বৈঠকে থেকেই শ্রম প্রতিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু'পক্ষকেই তাদের অবস্থান থেকে ছাড় দিয়ে মধ্যবর্তী অবস্থান ৮০০০ টাকা করার সুপারিশ করলে বোর্ড সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে মেনে নেয়।

শ্রম আইন অনুযায়ী, প্রতি ৫ বছর পর পর মজুরি কাঠামো পর্যালোচনা করতে হয়। সর্বশেষ ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে মজুরি কাঠামো পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন মজুরি ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। ওই সময় ন্যূনতম মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়। সে হিসাবে, আগামী ডিসেম্বরে নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মজুরি বোর্ডে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ও বিজিএমইএ সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান জানান, প্রজ্ঞাপন যখনই হোক। এই নতুন মজুরি কাঠামো আগামী ডিসেম্বর থেকেই কার্যকর করা হবে।

তৈরি পোশাক খাতে কাজ করেন প্রায় ৩৬ লাখ শ্রমিক। ১৯৯৪ সালে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ছিল ৯৩০ টাকা। ২০০৬ সালে সেটি বৃদ্ধি করে ১ হাজার ৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা করা হয়। ২০১০ সালের মজুরি বোর্ডে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি করা হয় ৩ হাজার টাকা। এদিকে মজুরি বোর্ডের বৈঠক চলাকালে অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবারও নিম্নতম মজুরি বোর্ড কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন। ১৬ হাজার টাকা বেতনের দাবিতে এসব সংগঠনের নেতারা এখনও অটল। গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ও গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ নামের দু'টি সংগঠনের নেতারা বিক্ষোভে অংশ নিয়ে বলেন, মাছের বাজারের মতো মজুরি নিয়ে এখন দরদাম কষা হচ্ছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন দুই পক্ষকেই ছাড় দিতে। বোর্ডে থেকে তিনি এটা বলতে পারেন না।